# শ্রীশ্রীচণ্ডীর ভূমিকা
# ও
# বন্দে মাতরম্

স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী

আমার খুব বাল্যকালের কথা। আমি তখনও কাপড় পরিতে জানি না, উলঙ্গ অবস্থায় এবাড়ী ওবাড়ী বেড়াই। সকাল বেলা পাশের বাড়ী গিয়েছি মনা কাকা (মনোরঞ্জন সেন) নিজেদের গৃহের ধারে বসে আছেন, এমন সময় গ্রামের চৌকিদার 'মদন' আসিল। সে মনা কাকাকে বলিল, আপনারা ''বন্দে মাতরম'' বলিবেন না, সরকারের আদেশ, থানা হইতে; একথা বাড়ী বাড়ী যাইয়া সকলকে জানাইতে হইবে। মনা কাকা বলিলেন - তোমরা বন্দে মাতরম্ কথার অর্থ জানো কি? মদন বলিল - আমি ঐ কথার অর্থ জানি না। মনা কাকা বলিলেন - বন্দে মানে - প্রণাম। মাতরম মানে মাকে। বন্দে মাতরম্ মানে ''মাকে প্রণাম''।

আমি বন্দে মাতরম্ এই কথাটী জীবনে এই প্রথম শুনিলাম।

তখন আমার বয়স ৬ বৎসর। বৈকাল বেলা গ্রামের এক মহিলা আমাকে সংবাদ দিলেন, পুকুরের ধারে প্রায় দুইশত মুসলমান। বন্যায় বড় পুকুরটা ডুবিয়া গিয়াছে, নিকটে একটা ডোবা ছিল। সেই ডোবাটা পানায় ডুবিয়া গিয়াছে। আমি ছোট একটী নৌকা লইয়া পুকুরে গেলাম। উপস্থিত মুসলমানদের মধ্যে কয়েকজনকে আমি জানিতাম। আমি বলিলাম - পুকুরের উপর পানা দিয়া জল নষ্ট করিলে আমরা বা আপনারা পানীয় জল কোথায় পাইবেন। তাহারা বলিল - একটা ছোট বালক আমাদিগকে উপদেশ দিতে আসিয়াছে, ইহাকে লগী পিটাইয়া মার এবং পুকুরে গাড়িয়া দাও। উহারা প্রস্তুত হইবার সাথে সাথে আমি নৌকা চালাইয়া নিজেদের খালের ঘাটে নামিলাম।

দেখিতে দেখিতে ''কাইজারের রণডঙ্কার দিন আসিয়া গেল''। জার্মান যুদ্ধও শেষ অধ্যায়ে আসিল। আমার বয়স ১৩ বৎসর অতিক্রম করিয়া ১৪তে আসিল। আমি পর পর দুইটি স্বপ্ন দেখিয়া গৃহত্যাগ করিলাম। এই ত্যাগ যদিও ঠিক ছিল না। শীঘ্রই বুঝিতে পারিলাম আমি ঠিক ঠিক পরিবেশ ও সমস্যা বুঝি নাই, সেজন্য আমি সব বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করিলাম।

তখন ভারতে নেতাদের মনে স্বরাজ স্বপ্ন বেশ জাগিয়াছে। তখন গান্ধীজীর নেতৃত্ব আরম্ভ হইয়াছে। কাশীর জ্ঞানবাপী নামক স্থানে আমি গান্ধীজীর বিস্তারিত বক্তৃতার সময় উপস্থিত ছিলাম। আমি তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া সুখী হই নাই। জলপাইগুড়িতে একটা প্রকাণ্ড জনতার মধ্যে দাঁড়াইয়া সি. আর. দাশ-এর বক্তৃতাও শুনিলাম। বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলিলেন - ''আমাদিগকে মুসলমানদের জন্য কিছু করিতেই হইবে।'' আমি পরদিবস সকালবেলা খগেন বাবুকে (খগেনবাবু জলপাইগুড়ির নেতা ছিলেন) সি. আর. দাশ-এর মুসলিম তোষণ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিবার পর তিনিও সি. আর. দাশ-এর কথার হুবহু নকল করিলেন। তখন আমি বলিলাম যে ''আমি আপনাদের সংস্পর্শে বেশী দিন থাকিব না। আমি সাধনা, তপস্যার ধর্মপথে চলিয়া যাইব।'' কয়েকদিন পরে আমি চুনারের পাহাড়ের দিকে চলিয়া গেলাম। আমার সাধনা জীবনের প্রায় সব কথাই সিদ্ধ সাধক গ্রন্থে বলিয়াছি।

ভারতকে ভাগ করা হইল কিন্তু মুসলমান পোষণ এবং তোষণ খণ্ডিত ভারতে ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করিল। আজ ভারত ভয়ঙ্করভাবে রক্তাক্ত বিপ্লবের সম্মুখীন। মক্কার

শিব মুক্তি লাভ করিয়াছেন ২১.১১.৭৯-তে। শিবমূর্তি এখনো মক্কায় অপমানিত ও নির্য্যাতিত। কারণ তিনি নিত্য হজযাত্রীদের মুখের থুথুতে সিক্ত হন। এখন মক্কার শিব মন্দির ও শিব মূর্ত্তিকে হিন্দুদের হাতে দিতে হইবে। কারণ শিবের আত্মা এখন মুক্তিলাভ করিয়াছেন। যতদিন শিবমূর্ত্তি নির্য্যাতিত থাকিবেন ততদিন হিন্দুধর্ম্মে নির্য্যাতন শেষ হইবে না। মনে রাখিও মহাভারতের অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্য্য নিজের শিষ্য একলব্যকে অস্ত্র শিক্ষা দিতে অস্বীকার করেন। সেই সময় একলব্য নিজের গুরু দ্রোণাচার্য্যের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেন এবং সেই গুরুমূর্ত্তির নিকট অস্ত্র শিক্ষা করেন। তাঁহার অস্ত্রবিদ্যা অর্জ্জুনের অস্ত্রবিদ্যা হইতেও শ্রেষ্ঠ স্থান লইয়াছিল। দ্রোণাচার্য্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন যে তিনি অর্জ্জুনকে সর্বশ্রেষ্ঠ অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী করিবেন। মূর্ত্তিধারী গুরু দ্রোমাচার্য্য ও শরীরধারী দ্রোণাচার্য্য নিশ্চয়ই একই তত্ত্ব।

ভারত ভাগের পর মুসলমানগণ নিশ্চয়ই বিজাতী। তাহাদিগকে ভোটাধিকার দেওয়া নিশ্চয়ই বে-আইনী। বিজাতীকে আইনের অধিকার দেওয়া নিশ্চয়ই অন্যায় কার্য্য। এই বে-আইনী ভোটাধিকার বাতিল করিতেই হইবে। ভোটযুদ্ধে কোন মুসলমানকে ক্যাণ্ডিডেট দাঁড় করানো চলিবে না। ভারত যদি এইরূপ অযৌক্তিক নীতি মানিয়া লয় তবে ভারতে শান্তি আসিতে পারে না। ইন্দিরা National Integrity নাম দিয়া ভারতকে চিরতরে মুসলমানদের হাতে দিবার ষড়যন্ত্র করেন। তিনি স্বর্ণমন্দির ধ্বংস করিবার জন্য ভয়ঙ্কর বিধ্বংসী অস্ত্রের প্রয়োগ করেন এবং এসব দুষ্কার্য্যের মাধ্যমে ভারতের সর্বনাশ করেন।

মক্কার মহম্মদ সাহেব প্রথম জীবনে ডাকাতদলের নেতা ছিলেন। তাঁহার ডাকাতের দল ভারতীয় বণিকদের সম্পদ, ধন, লুণ্ঠনের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতেন। এই ডাকাতরা বণিকগণের ধন ও সম্পদ লুণ্ঠনের কার্য্যে নিযুক্ত থাকিত। বণিকরা আরবের মধ্য দিয়া যাতায়াত বন্ধ করিলেন। তখন মহম্মদ তীর্থযাত্রীদিগের ধন, সম্পত্তি ও নারী লুণ্ঠনে মন দিলেন। মক্কার শিব মন্দির একটি অতি প্রাচীন তীর্থ স্থান। এই তীর্থ স্থান দর্শন করিতে চারিদিক হইতে তীর্থযাত্রীরা আসিত। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ ধনপ্রাণ সর্ব্বস্ব হারাইত, আবার কেহ কেহ গোপনে স্বদেশে ফিরিয়া আসিত। লুণ্ঠিত ধন ও নারীদিগকে ভাগ বাটোয়ারা করা হইত। ধন, নারী লোভী অশিক্ষিত জনতা ক্রমে ক্রমে মহম্মদ সাহেবের দলে ভিড় করিল। কিন্তু এসব লুণ্ঠনকারী নারী ধর্ষণকারী ও সম্মানিত নারীদিগকে ক্রীতদাসী করার দুষ্কার্যকারীদের উপর আক্রমণ বা সংগঠন গঠন করার মত মানসিকতা ও এই নিয়মে জনতাকে শিক্ষা দেওয়া বা গড়িবার বিজ্ঞান কোন নেতারই মাথায় স্থান পাইল না।

ভারতে ইংরাজ রাজ্য গড়িবার জন্য যে সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা আরম্ভ হইল উহা ধ্বংস করিবার জন্যই ইংরেজ শাসকগণ মুসলমান লুটেরাগণকে প্রলোভিত করিয়া সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিল। সেই শক্তি শেষ পর্যন্ত ভারত ভাগের কারণ হইয়া উঠিল। এ যুগের মূর্খ অদূরদর্শী হিন্দুরা পত্রিকায় এবং বক্তৃতায় লুটেরাবাদীগণের কার্য্যকলাপ গোপনে রাখিয়া ভারতের জাতীয় শক্তিকে ভ্রান্ত রাখিবার নীতি প্রয়োগ করিল। ইহার ফলে ভারত ভাগ হইল। পদলোভী মূর্খ হিন্দুরা রাজ্য হাতে পাইয়া নিজেদের পকেট ভরিতে আরম্ভ করিল। মুসলমান লুটেরারা যত লুট ও গুণ্ডামী আরম্ভ করিল, হিন্দু নেতারা

কংগ্রেসের নাম করিয়া কেবল শান্তির বাণী বর্ষণ করিতে লাগিল। শেষ পর্যন্ত এত সাধের ও আদরের ভারত মাতাকে ভাগ করিবার ও ভারতের হিন্দু শক্তিকে নির্মূল করিবার নীতি প্রয়োগ হইতে আরম্ভ হইল। ভারত ভাগ হইল, ভারতে এক তৃতীয় অংশের শাসন ব্যবস্থা মুসলমানের হাতে চলিয়া গেল। পূর্ব ও পশ্চিম ভারতের হিন্দুদের উপর ব্যাপক নির্য্যাতন ও অত্যাচার চলিল। এখন হিন্দু পত্রিকা, নেতা ও শাসকগণ সকলেরই একই নীতি, সেটা ভারত ভাঙ্গ, মক্কাবাদ গড়িয়া তোল, হিন্দু ধর্মকে উচ্ছেদ কর। তোমরা খুব ভালভাবেই জানিয়া রাখ, সজ্জনের উচ্ছেদ দ্বারা সমাজ ধ্বংস হইবে।

মক্কাবাদী মুসলমানগণকে মক্কায় হজ করিবার জন্য ভারতবর্ষের অর্থ কোটী কোটী টাকা খরচ করা হয়। পূর্বে ১টি মুসলমানকে একবার পাঠানো হইত। এখন ভারতের অর্থে প্রায় প্রত্যেকটি মুসলমানকে চারবার মক্কায় পাঠাইবার ব্যবস্থা হয়, বৎসরে চারবার করিয়া। হিন্দুরা তীর্থযাত্রায় গেলে পিলগ্রীম ট্যাক্স দিতে হয়, প্রতি তীর্থে যাতায়াত কালে নানা পথে নানাভাবে হিন্দুরা ট্যাক্স দিতে বাধ্য হয়। মুসলমানগণ বিবাহ করিলে ৪ খানা হইতে ৭২ খানা উপবিবি রাখিতে পারিবে। এবং মুরগীর বাচ্চার মত এদের বাচ্চাদের পুষিবার জন্য ভারতের কোটী কোটী অর্থ নিত্য ব্যয় হয়।

কোন সরকারী বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানে মুসলমান নিয়োগ আইনত নিষিদ্ধ করিতেই হইবে। এক দেশে শূকরের জাত প্রস্তুত করিয়া সেই সব শূকরের দলকে অন্য দেশে প্রবেশ করাইয়া সেই দেশকে সমস্যায় ফেলা চলিবে না। যে সমস্যার সম্মুখীন হইয়া শক্তিবাদকে প্রতিষ্ঠা দিতে হইয়াছিল, সেই সমস্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইয়াই চলিয়াছে। প্রায় ৮০ বৎসর পূর্বে পুকুরের মধ্যে পানা ঠেলিয়া দিয়া জল নষ্ট করিবার আয়োজনে প্রায় দুইশত মুসলমান ডিঙি নৌকা ও নৌকা চালনার লগ্নীকারী জনতা নিয়োজিত হইয়াছিল। সেই সমস্যা একইভাবে ভারতে ও পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িতেছে। মক্কা তীর্থে শিবমূর্ত্তিকে অপমানকরণ একইভাবে চলিতেছে এবং একইভাবে চলিতে থাকিবে। আল্লানামের রণধ্বনি ততদিন থাকিবে যতদিন মক্কায় হজের নামে শিবমূর্ত্তি দর্শন ও থুথু লেপন করিয়া শিব পূজা বিদ্যমান থাকিবে। হজযাত্রীগণকে একবারের স্থলে চারবার মক্কায় পাঠাইবার দুষ্কার্য্য যতই কর, এই আল্লাবাদী সম্প্রদায় মূর্ত্তি দর্শনের বাহানা দেখাইয়া মক্কায় যাত্রা করিবার সুযোগ আরও বৃদ্ধি করিবার জন্য ব্যস্ত হইবে। ভারত ভাগের পর এই হজ যাত্রীদের এখন পাকিস্তানে পাঠাইবার আয়োজন কর। মহম্মদের ‘‘বালের’’ পূজা ও হজ দর্শনের নামে ভারতে নেতাদের মুসলমান ভোটের লোভের আড়ালে এই গুণ্ডামীর লীলা রুখিতে পারিবে না বরং বৃদ্ধি হইবে।

হিন্দু সমাজের মহাবীর যোদ্ধাগণ যে-ভাবে বর্বর মুসলমানগণকে বিশ্বাস করিয়া ছিলেন এবং বারবার পরাজিত করিয়া ছাড়িয়া দিয়া ছিলেন সেটা ভয়ঙ্কর বিস্ময়কর ঘটনা। ইংরেজ ভারতে ডঃ আম্বেদকার যে-ভাবে হিন্দু মহাপুরুষদের, অবতারগণের ও হিন্দু ধর্মের সমালোচনা করিয়া গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন তা অত্যন্ত অবমাননাকর ও আপত্তিজনক। আম্বেদকর বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামের বিপদগ্রস্ত, অত্যাচারিত, নিপীড়িত বৌদ্ধদের রক্ষার জন্য কোন টুঁশব্দটি করেন নাই কেন?

যখন পণ্ডিত জওহরলাল সাহেব পার্ব্বত্য চট্টগ্রামকে পাকিস্তানে দেয় তখন শুধু আমিই তার প্রতিকার করিবার জন্য অনেক কংগ্রেস নেতাকে বলিয়াছিলাম, জওহরলাল এই দুষ্কার্য্যে কেন অগ্রসর হইয়াছিলেন। ইঁহারা কি স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদান করেন নাই। যখন আমি মূলগন্ধকুটীবিহার সভা হইতে ফিরিয়া কাশীতে আসি তখন পণ্ডিত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় আমাকে প্রশ্ন করেন - ''গন্ধকুটীবিহারে আপনি কি দেখিলেন'' ? আমি বলিলাম - ''আমি ঐ একদিন জওহরলালকে দেখিয়াছি, আমার ধারণা তিনি হিন্দুবাদী লোক নহেন।''

পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম মুক্ত করা যায় কিনা, সে সম্বন্ধে আমি স্নেহকুমার চাকমার সহযোগে অনেক চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু আমি কোন নেতা ছিলাম না। বৌদ্ধ হিন্দুরা মুসলমানদের হাতে ভয়ঙ্কর লাঞ্ছিত হইবে ইহা জানিতাম। পশ্চিম বঙ্গের জন্য জওহরলালের মনোভাব ছিল হিন্দুধর্ম্মের বিরোধী এবং মুসলমানদের অনুকূল। শ্রীশ্রীচণ্ডীর শক্তিবাদ ভাষ্য যন্ত্রস্থ আছে শীঘ্রই ইহা প্রকাশিত হইবে। চণ্ডীতে দুর্বলবাদ, অসুরবাদ ও শক্তিবাদ কিভাবে প্রতিষ্ঠিত আছে ইহা সকলের কাছে স্পষ্ট হইয়া যাইবে। আমি হিন্দুগণকে মা চণ্ডীর পূজা ও শক্তিবাদ অনুসরণ করিতে বলি।

## রাখী পূর্ণিমা, কলের্গতাব্দা ৫০৯০, ১৭ই আগষ্ট, ১৯৮৯

স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতীর পরামর্শে সিন্দ্রি নামক স্থানে শক্তিবাদীয় হিন্দুধর্মের ভিত্তিতে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হইয়াছে। স্থানীয় তিন সম্মানিত শক্তিবাদী এই প্রতিষ্ঠানের প্রাথমিক পরিচালক বলিয়া ঘোষিত হইয়াছেন। স্বামীজীর নির্দেশ ভারতের সর্বত্র শক্তিবাদীয় প্রতিষ্ঠান গঠন করিতে হইবে। প্রাথমিক পরিচালকদিগকে পরামর্শদানের জন্য শক্তিবাদ ভিত্তিক একটি উপদেষ্টামণ্ডলী থাকিবে, যাঁহারা সংখ্যাতে ১১ জন হইবেন। এই ১১ জন সদস্যকে স্থানীয় এলাকা হইতে সংগ্রহ করিতে হইবে। এই ১১ জন সদস্য স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী প্রবর্ত্তিত শক্তিবাদ মতবাদটি বুঝিবেন এবং প্রথম পরিচালকগণের মধ্যে কেহ যদি দুর্ব্বলবাদ বা অসুরবাদের দিকে কখনও অনুকূল হইবার চেষ্টা করিলে তাহাদিগকে বুঝাইয়া শক্তিবাদের দিকে আকর্ষণ করিবেন এবং তাদের দ্বারাই সুদৃঢ় ভিত্তি প্রস্তুত করিবেন। প্রথম পরিচালকত্রয় সমস্ত কাজকর্ম প্রচার, অনুষ্ঠানাদি, শক্তিবাদের অনুকূলে করিবেন। দ্বিতীয় পরিচালকমণ্ডলী সমস্ত কাজে পরামর্শ দিবেন। এই প্রতিষ্ঠানটিকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করিবার জন্য স্বামীজীর S.C.I.A. বিভাগ হইতে আরও ৫০ জন শিষ্যকে গ্রহণ করা হইবে। ইঁহারা যত নিকটস্থ হন ততই ভাল। কোন সময়েই শক্তিবাদকে উপেক্ষা করিয়া দুর্ব্বলবাদ বা অসুরবাদের দিকে আনুকূল্য দেখানো বা মতবাদ প্রচার করা চলিবে না। শক্তিবাদের এই ৫০ জন শিষ্যই সমস্ত ভারতে এবং পৃথিবীর সমস্ত জনতাকে বুঝাইবার জন্য সচেষ্ট থাকিবেন যাহা দ্বারা পৃথিবীর সমস্ত দেশে শক্তিবাদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া শক্তিবাদকে প্রসার করিতে পারেন। ইহা ভিন্ন মানব কল্যাণের আর কোন পথ নাই।

স্বামিজী নিজের শরীর রক্ষার জন্য ও ভ্রমণের জন্য কাহারও নিকট অর্থ দাবী করেন নাই এবং করিবেন না। কেহ স্বেচ্ছায় বা ভক্তিভরে দান করিলে গ্রহণ করেন। স্বামিজী এই প্রতিষ্ঠানের নিকট কোন প্রকার অর্থ দাবী করিবেন না বরং প্রয়োজন হইলে প্রতিষ্ঠানের ভাণ্ডারে তাঁহার সাধ্যমত দান করিবেন। স্থানীয় কমিটির অর্থভাণ্ডার তাঁহাদের নিজেদের নির্ব্বাচিত সভ্যগণের হাতে (অর্থাৎ Bankএ) থাকিবে। সংস্থা পরিচালনা করিবার জন্য যেইরূপ প্রয়োজন সেইরূপ আয় বা ব্যয় করিবেন।

সংঘে উপার্জ্জনশীলেরা প্রয়োজন অনুসারে দাতা হইবেন। শক্তিবাদকে প্রচার করিতে পারিলে নিজেরই কল্যাণ এবং সর্ব্বোপরি সমাজের কল্যাণ। ইহা না করিতে পারিলে নিজেদেরই ক্ষতি সহ্য করিতে হইবে। দুর্ব্বলবাদী এবং অসুরবাদীদের সর্ব্বদা দূরে রাখিতে হইবে। ইহা ঐতিহাসিক সত্য যে ইহারা কোনদিনই সমাজের মঙ্গল করে নাই। ইহারা চিরকাল সমাজের উপর কেবল অত্যাচারই করিয়া গিয়াছে। বিদেশী মতবাদীদের (ism বাদীদের) দ্বারা চিরদিনই ভারতের সর্ব্বনাশ হইয়াছে। ইহা মনে রাখিও। গীতার ষোড়শ অধ্যায়কে কেন্দ্র করিয়া অসুরবাদ ও দৈবী সম্পদ ভিত্তিতে সমাজবাদের শ্রেষ্ঠ ও নিকৃষ্ট লক্ষণকে কেন্দ্র করিয়া চলিতে হইবে এবং বলিতে হইবে। এখন হইতে ভারতের ও বিশ্বের সর্ব্বত্র শক্তিবাদীয় প্রতিষ্ঠান গঠন করা হইবে। প্রথম প্রথম যাঁহারা ছিন্নমস্তার মত নিজের রক্ত নিজে পান করিয়া দেশ ও সমাজের জন্য সত্যই কিছু করিতে চান তাঁহারা অগ্রসর হউন।

## শ্রীশ্রীচণ্ডীর ভূমিকা

(২ য় অংশ)

শ্রীশ্রীচণ্ডীর তিনটি রূপ। (১) মহাকালী (২) মহালক্ষ্মী (৩) মহা সরস্বতী। মহালক্ষ্মী নিজেই তুরীয়া শক্তি। ইহার আবরণে ব্রহ্মসত্ত্বা আবরিত। নির্গুণ ব্রহ্ম সাধকের নিকট আবরণ হীন হন না। চণ্ডীর সাধনা এই অব্যক্ত শক্তিরই সাধনা। এই অব্যক্ত শক্তির অনেক স্তর আছে। ইহারাই কালী, তারা, মহাবিদ্যা, (ত্রিপুরা) ষোড়শী ভুবনেশ্বরী ছিন্নমস্তা চ বিদ্যা ধূমাবতী তথা। বগলা সিদ্ধ বিদ্যা চ মাতঙ্গী কমলাত্মিকা। এতাদশঃ মহাবিদ্যা সিদ্ধ বিদ্যা প্রকীর্তিতা।

গ্রহ নয় (৯) টি। সূর্য্য, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু, কেতু। শক্তির অব্যক্ত স্তরে অনেক স্তর থাকিতে পারে। কিন্তু গ্রহগণ ৯টি। এইজন্য অব্যক্ত শক্তিকে নয়টি বিভাগে ৯টি স্তর রূপে ধরা হইয়াছে। যাহা হউক কালী পূজা উপাসনা দ্বারা সব স্তরের পূজা উপাসনা চলে। অব্যক্ত শক্তিকে অনেক ভাগেও ভাগ করা চলে। আকাশে অনন্ত সৃষ্টির অস্তিত্ব আছে। ইহা আমরা আমাদের শাস্ত্রে ও ধর্মে অনেক প্রকারের শক্তির উপাসনায় দেখিতে পাই। এরা সকলে অব্যক্ত মহাশক্তির বিভিন্ন রূপ। কালী পূজা কেবলমাত্র দশ মহাবিদ্যার পূজা নহে। কালীকে অব্যক্ত শক্তি রূপেও পূজা

করা চলে। আবার তিনি তুরীয় শক্তির অখণ্ড রূপ। তাঁহাকে নির্গুণ ব্রহ্ম পর্য্যায় বলিতে পার। কালী ১০ মহাবিদ্যার একজন।

এক কলায় উদ্ভিদ, ২ কলায় স্বেদজ, তিন কলায় অণ্ডজ, ৪ কলায় পশু, ৪৷০ কলায় শূদ্র (Worker), ৪৷৷০ কলায় বৈশ্য, ব্যাপারী, চাষী প্রভৃতি। ৫ কলায় গণেশ, ৬ কলায় সূর্য্য, ৭ কলায় বিষ্ণু, ৭৷৷০ কলায় অসুর, ৮ কলায় উন্নত শিব, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫ কলায় অবতার কলা। ১৬ কলায় পূর্ণ কলা।

বুদ্ধদেবকে ১৫ কলার অবতার ধরা হইয়াছে। বুদ্ধধর্ম্ম খুব উন্নত কলার বিকাশ। শেষ পর্য্যন্ত বৌদ্ধবাদীরা যে সমাজ গড়িয়া তোলেন সেই ধর্ম্ম ৬ কলার অহিংসাবাদে নামিয়া আসে। ইহার ফলে ভারত হইতে বৌদ্ধবাদী সমাজ ভাঙিয়া যায়। মুসলমানরা যে ভাবে গুণ্ডামী ও অসুরবাদের আশ্রয় লইয়া বৌদ্ধগণকে হত্যা করিয়াছিল এবং বৌদ্ধবাদীগণ যে ভাবে বর্ব্বরদের কাছে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল সেটা একটা ভয়ঙ্কর রক্তাক্ত গুণ্ডামীর ঘটনা।

তুরীয়া স্তরের কালী তত্ত্বের রূপই (স্বরূপতঃ) প্র্যাকটিকেল ব্রহ্মবাদ। সৃষ্টি, স্থিতি এবং লয় ব্রহ্মস্তর হইতে হয় না। ইহা কালী বা তুরীয়া শক্তিরই এক একটি স্তর। ব্রহ্ম হইতে সৃষ্টি হইতেই পারে না। তিনি অনাদি নির্গুণ ব্রহ্ম। তুরীয় স্তর হইতেই সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় সাধিত হয়। নির্গুণ ব্রহ্মে কোনই ক্রিয়া বা স্পন্দন হয় না। মা প্রকৃতিও সেইখানে স্তব্ধ। চণ্ডীর প্রথম অধ্যায়ে ব্রহ্মা এই তুরীয় শক্তির উপাসনাতেই নিযুক্ত হইয়াছেন। এই কালীকে সৃষ্টি শক্তি কালীই বল বা সমষ্টি দশ মহাবিদ্যা মা কালীই বল, সেটা যে সাধনা করে সেই ঠিক ঠিক জানে। উন্নত স্তরের সাধনা না করিলে মন সূক্ষ্ম হয় না। মনের জড়তাই কমে না। মনের জড়তা না কমিলে সৃষ্টি চক্রের উন্নতস্তরের কথা জানা যায় না।

ইংরাজ রাজ্য ভাঙ্গিয়া গেল, ভারত ভাগ হইল, কিন্তু মুসলমানগণকে পাকিস্তানে পাঠানো হইল না। ভারতের শাসন দ্রুত গতিতে কম্যুনিজম এর দিকে আসিতে লাগিল। পঃ বঙ্গে এখন ভালভাবেই কম্যুনিজম প্রতিষ্ঠিত। শাসক সম্প্রদায় কোটী কোটী টাকার অধিকারী। জনসাধারণের মজুরী ১ টাকার স্থানে এখন প্রায় ২২ হইতে ৪৮ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। একদিন একজন গৃহস্বামী আমাকে বলিলেন ভীষণ আর্থিক কষ্টে আছি, আমি সমস্ত জীবনে যাহা উপার্জ্জন করিয়া ছিলাম উহার বিনিময়ে কয়েকখানা গৃহ নির্মাণ করিয়া ভাড়া দিয়াছিলাম। এখন বেশী পরিশ্রম করিতে পারি না। গৃহ হইতে সামান্য যাহা পাইতাম তাহাতেই জীবন যাপন করিতাম। এখন গৃহে আশ্রয়কারীরা কোন ভাড়া দেয় না, শাসক দলের কেডাররা এখন সর্ব্বেসর্ব্বা ও মালিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

আপনি যদি গোমাংস ভক্ষণ করেন, কুকুর শিয়ালের মত কামড়াইয়া কামড়াইয়া জীবন্ত এবং অল্পবয়স্ক গবাদিগণকে নিষ্ঠুরের মত প্রকাশ্য রাস্তায় হত্যা করুন, আপনার অসুবিধা এই রাষ্ট্রে হইবে না। প্রতিটি কথায় আপনি মিথ্যা ও ছলনার কথা মুখস্থ করুন, এই রাষ্ট্রে আপনার কোনই অসুবিধা হইবে না। আপনি হিন্দুধর্ম্মের শত্রু মুসলমান ও নাস্তিক দলে ভিড়িয়া যান। আপনার কোনই অসুবিধা বা কেহই শত্রু হইবে না। ইংরেজের বন্ধু সাম্যবাদী, গোখাদক, দেশভাগকারীরা আপনার অত্যন্ত বন্ধু হইবেন। আমি ৬ বৎসর বয়সে ঐ বৃহৎ মুসলমান দল দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিলাম। ৯১ বৎসর

বয়সে আমি সেইভাবেই নাস্তিকবাদী ও লুঠবাদী মুসলমানগণের অত্যাচার নিত্য সহ্য করিতেছি। আপনি ঐ দুইটি দলে ভিড়িয়া যান আপনার আর কোনই অভাব বা অসুবিধা থাকিবে না। আমার বাল্যকালের জীবনযুদ্ধের ৬ বৎসর বয়সের ঘটনা এখন ভারতের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ব্যাপ্ত হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের এক একটি গ্রামে এক এক বিভীষিকাময় ঘটনায় এর প্রমাণ মিলিবে।

একটি বাড়ীতে সেই গ্রামের কয়েকশ নিম্নশ্রেণীর ভদ্র হিন্দুরা লাঠী সোটা লইয়া হানা দেয়। তাদের দাবী, বাড়ীর কন্যাটিকে তাহারা লইয়া যাইবেন, কারণ সুন্দরী কন্যা শুধুমাত্র উচ্চবর্ণের বাড়ীতেই থাকিবে, তাদের বাড়ীতে কেন থাকিবেনা। এই ছিল তাদের দাবী। ভাগ্যক্রমে কন্যাটি সেদিন ছিল না, কোন এক আত্মীয়ের বাড়ীতে চলিয়া গিয়াছিল, তাই সে যাত্রা সে রক্ষা পায়।

সমাজের এই ভয়ঙ্কর রূপ প্রত্যক্ষ করিয়া চণ্ডী গ্রন্থের ব্যাখ্যা লিখিতেছি - পাঠক মনে রাখিবেন।